রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মংগলবার, জুলাই ২৮, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(পৌর-২ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১শে আষাঢ় ১৪০৫/১৫ই জুলাই ১৯৯৮

এস, আর, ও নং ১৫৭-আইন/৯৮ইং/পৌর-২/এ্যাক্ট১/৯৮—Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. XXI of 1977) এর section 146 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, (উক্ত Ordinance এর section 25 এর সহিত পঠিতব্য), সরকার নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা (Code of Conduct) প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের কর্মী ও সমর্থকগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,

(ক) "নির্বাচনপূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময় ;

(খ) "প্রার্থী" অর্থ পৌরসভা নির্বাচনে চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ;

(গ) "সরকারী" অর্থ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ব-শাসিত বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কিছু।

মূল্যঃ টাকা ২.০০

৩। **নির্দলীয় নির্বাচন।**—পৌরসভা নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক নহে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় কোন রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক অথবা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার করা যাইবে না।

৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কর্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অংগীকার করা যাইবে না।

৫। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট-হাউস ইত্যাদির ব্যবহার।**—কোন প্রার্থী অথবা তাঁহার কোন সমর্থক নির্বাচন পূর্ব সময়ে সরকারী ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস, বা সার্কিট হাউজ-এ অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৬। **নির্বাচনী প্রচারণা।**—নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং তাহাদের কর্মী ও সমর্থকগণকে নিম্নবর্নিত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, কোন প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না ;

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে ;

(গ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কোন সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জনসভা করা যাইবে না ;

(ঘ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হইতে হইবে, উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোন প্রার্থী বা তাঁহার পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোন প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;

(চ) কোন তোরণ বা গেট নির্মাণ, ব্যানার আলোকসজ্জা অথবা জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাইবে না ;

(ছ) কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাইবে না ;

(জ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না, নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়ম্বর হইতে হইবে, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না ;

(ঝ) সরকারী ডাক বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট-হাউজ অথবা কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না ;

(ঞ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রংগের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩"×১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না ;

(ট) কোন প্রার্থী একই সংগে একটি মাইকের বেশী ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২-৩০ ঘটিকা হইতে রাত ৮-০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ;

(ঠ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে কোন প্রকার দেয়াল লিখন করা যাইবে না ;

(ড) কোন প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল কিংবা অন্য কোন যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না ;

(ঢ) কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন প্রকার তিক্ত, উস্কানীমূলক বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

৭। **সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও শান্তিভংগ নিষিদ্ধ।**—নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভংগ করা যাইবে না।

৮। **যান্ত্রিক যানবাহন চালান ও আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি বহন নিষিদ্ধ।**—নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালান এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাইবে না ; কোন সরকারী কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কোন নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

৯। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।**—অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

১০। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—ভোটকেন্দ্রের নির্বচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে অন্য কেহ কোন ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

১১। **এই বিধিমালায় বিধান লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে তাহা Paurashava (Election) Rules, 1977 এর rule 51, এর sub-rule (7) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, এইচ, এম, আবদুল হাই
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।